গাংনীতে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন চেংগাড়ার মোঃ হারুনুর রশিদের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ৩

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত গাংনীর
বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কাজীপুর (খন্দকারপাড়া) এলাকার মো. জিয়ারত আলী, ভবানীপুরের মো. আলী হোসেনের ছেলে মো. রায়হান কবির, এবং রায়পুর মধ্যপাড়ার মৃ. হাজারী বিশ্বাসের ছেলে মো. ফুরাত আলী ওরফে ফরহাদ হোসেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা: হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা

করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় মামলা, দুই আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

নিহত শিক্ষার্থীর বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে আজ মঙ্গলবার মামলাটি করেন। পুলিশ হুকুমের আসামিসহ এজাহারনামীয় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে মামলার প্রধান আসামি হযরত আলীসহ তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল সোমবার বিকেলে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে মা–বাবার সামনেই স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। রিয়াদ ছয়ঘরিয়া গ্রামের ব্যাকপাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। সে পার্শ্ববর্তী মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। তার মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে আজ দুপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। বাদ আসর দাফনের জন্য সেখানে প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ মো. তিতুমীর জানান, স্কুলছাত্র রিয়াদ খুনের ঘটনায় তার বাবা জিয়ারুল ইসলাম আজ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় প্রতিবেশী হযরত আলী, তাঁর ভাগনে বিদ্যুৎ, মা ফাহিমা খাতুন, বোন বিউটি খাতুন ও স্ত্রী সুবর্ণা খাতুনকে আসামি করা হয়েছে। হুকুমের আসামি ফাহিমা খাতুন ও সুবর্ণা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, স্বামী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে পারিবারিক কলহের কারণে আসামি বিউটি খাতুন তিন মাস ধরে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। বিউটির স্বামী আনোয়ারের সঙ্গে জিয়ারুলের বন্ধুত্ব থাকায় আসামিরা প্রায়ই তাঁকে (জিয়ারুল) গালামন্দ করতেন। ১২ মে বেলা তিনটার দিকে জিয়ারুল বাড়ি থেকে মাঠের দিকে যাওয়ার সময়

তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আসামি ফাহিমা খাতুন। গালি দিতে নিষেধ করলে জিয়ারুলের গেঞ্জির কলার ধরে কিল–ঘুষি মারতে থাকেন ফাহিমা। সেখান থেকে জিয়ারুল কৌশলে বাড়ি ফিরে আসেন। বেলা সোয়া তিনটার দিকে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে লাঠি, লোহার রড, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জিয়ারুলের বাড়ির সামনে আসেন। বাড়ির সামনে তাঁরা রিয়াদকে দেখতে পান। এ সময় ফাহিমা খাতুনের হুকুমে হযরত আলী রামদা দিয়ে রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা করেন।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলার আইওকে লাঞ্চিত করলো আসামি

মেহেরপুর আদালত ভবনের বারান্দায় তদন্তকারী কর্মকর্তাকে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে চাঁদাবাজি ও পর্নোগ্রাফি মামলার আসামির বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আদালতের একাধিক কর্মচারী ও আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালতের বারান্দার সিসি ক্যামেরায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি শহরে টক অব দ্যা টাউনে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, মেহেরপুরের আলোচিত আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য শুনানি ছিলো। যথারীতি তদন্তকারী কর্মকর্তা মেহেরপুর ডিবি পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা এসআই আশরাফুল ইসলাম আদালতে আসামিদের উপস্থিতিতে সাক্ষী দেন। সাক্ষী দিয়ে তিনি আদালত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় মামলার ২ নম্বর আসামি ছন্দা খাতুনসহ কয়েকজন তাকে বিভিন্নভাবে গালি-গালাজ করেনে। এক পযার্যে ছন্দা খাতুন তার পায়ের জুতা খুলে তদন্তকারী কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। এসময় তদন্তকারী কর্মকর্তা তড়িঘরি করে আদালত চত্বর

থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলে যান।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে চলমান মামলায় জামিনে থাকা আসামিদের মাধ্যমে আদালতের বারান্দাতেই আক্রমণের শিকারে পরিনত হওয়াতে বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

হেনস্তার শিকার হওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘ছন্দাসহ আসামিরা বিভিন্নভাবে বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। আজও আদালতে সাক্ষী দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাকে উদ্দ্যেশে করে বিভিন্ন গালাগালি করে। আমাদের তাদের কথা কানে না নিয়ে দ্রুত আদালত ত্যাগ করি।’

মেহেরপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক টোটন বলেন, ‘বিষয়টি আমি কোর্ট ইন্সপেক্টর এর কাছ থেকে শুনেছি। আদালত চত্বরে আসামিদের এমন উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সুপারিশ করব।

গাংনীতে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সামাদ হোটেল ও সোবহান হোটেলের কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ারে চিকিৎসকের বৈধ সনদ না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রিয়াজ মাহমুদকে ১০ হাজার টাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশনের দায়ে সামাদ হোটেলের মালিক আব্দুস সামাদ

এবং সোবহান হোটেলের মালিক আব্দুস সোবহানকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বিশেষ অভিযানে আনিচুর রহমান (৩০) নামে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আনিচুর রহমান মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত সাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে আজ সোমবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দুই ঘন্টার

কর্মবিরতি

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা দুইঘন্টা ব্যাপি কর্মবিরতি পালন করেছে।

সোমবার (৫ মে) সকালে ডিসি কোর্টের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালন করে।

বিচার বিভাগের জন্য সূপ্রীম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণকে বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেলের আলোকে বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যমান জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন স্কেল ৭ম-১২তম গ্রেডভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ব্লকপদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধি প্রণয়নের দাবীতে তারা এই কর্মবিরতী পালন করেছে। অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করে।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমাদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তব রাখেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুম, এছাড়াও কোর্টের নাজির সাইফুল ইসলাম নান্নু, সিজেএম আদালতের নাজির হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে দুটি রেস্টুরেন্ট ও এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দুপুরে

শহরের রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুমোদন বিহীন ফ্লেভার রাখার দায়ে ৫ হাজার টাকা, শর্মা ফুড প্লাজায় অনিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ ও কুপন প্রতারণার কারনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং বিক্রমপুর ট্রেডার্স নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনিবন্ধিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিককে নিরাপদ আবার তৈরীর বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয় অভিযান দলটি।

গাংনীর হৃদয় হত্যা মামলায় কমল চেয়ারম্যান কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের চাঞ্চল্যকর রিদয় হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ১০ নম্বর আসামী ওবায়দুর রহমান কমলকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার (৫ মে) দুপুরে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন কররলে বিজ্ঞ বিচারক মোঃ জাহিদুর রহমান তাকে জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতের প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ওবায়দুর রহমান কমল বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি রামনগর গ্রামের বাগু বিশ্বাস এর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন চরগোয়ালগ্রামে ঈদগাহের গেট ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ দুপুর ১২ টার দিকে এজাহারনামীয় আসামীগণ রিদয়কে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং হামলায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

হত্যা ও হামলার ঘটনায় নিহতের পিতা শাহাদত হোসেন বাদী হয়ে রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাতকে প্রধান আসামি করে এজাহার নামীয় ১২জন অজ্ঞাত আরো ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে গাংনী থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ২৫, তারিখঃ ২৭/০২/২০২৫ ইং ধারা-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩০২/৪২৭/৫০৬/৩৪ দঃ বিঃ

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ওই মামলার ১০ আসামী ওবায়দুর রহমান কমল আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তাকে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। বিজ্ঞ আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে আসামীর জামিন আবেদন নাকোচ করে তাকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ছিলেন এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন।

উল্লেখ্য, ঘটনার দিন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ বিকেলে মামলার এজহার নামীয় প্রধান আসামী রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাত ও মামলার ছয় নম্বর এজাহার নামীয় আসামী সাইদুর রহমান মিলন মেম্বারকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।